যৌতুক ও বিবাহ ব্যয়ে ঋণগ্রস্ততা, প্রেক্ষিত: বৃহত্তর রাজশাহী জেলা

গবেষক:
তাসনিয়া খানম[১]*

তত্ত্বাবধায়ক:
ড. ওয়াসীম মোঃ মেজবাহুল হক[২]

[১] সম্মান, অর্থনীতি, রাজশাহী কলেজ
[২] অধ্যাপক, অর্থনীতি, রাজশাহী কলেজ

*যোগাযোগ
০১৭৫৮৩৫২৫৭৪
tasniakhanam74@gmail.com

সারসংক্ষেপ

যৌতুক বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে বহুল আলোচিত হলেও এই প্রথা এখনও গ্রামীণ ও নগর উভয় প্রেক্ষাপটে গভীরভাবে প্রোথিত। এই গবেষণায় বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় (রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোরে) যৌতুক ও বিবাহব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত ঋণগ্রহস্থতার ধরণ এবং এর সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৮টি প্রশ্নের সমন্বয়ে একটি প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়, যেখানে কণের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিয়ের ধরন, দেনমোহর, দেনা-পাওনা, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধকাল, বিয়ের আয়োজনের ধরণ এবং নারীর শিক্ষা-অব্যাহত থাকার বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলাফলে দেখা যায় যে, ৯৫% বিয়েতে যৌতুক প্রদানের ঘটনা ঘটেছে, যা স্পষ্ট করে এটি ব্যতিক্রম নয় বরং সামাজিকভাবে প্রত্যাশিত অংশে পরিণত হয়েছে। যৌতুক ও বিবাহ ব্যয়ভার কণের পরিবারকে দীর্ঘমেয়াদে ঋণগ্রস্ত করছে এবং নারীর শিক্ষা ও কর্মজীবনের সুযোগকে সীমিত করছে। লাভ ম্যারেজ ও এরেঞ্জ ম্যারেজ উভয় ক্ষেত্রেই যৌতুকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে, যা এর গভীর সামাজিক শেকড়ের প্রতিফলন। এমনকি লাভ ম্যারেজের ক্ষেত্রে বিয়ের কয়েক বছর পরে হলেও যৌতুক আদান-প্রদানের ঘটনা ঘটে চলেছে। অন্যদিকে দেনমোহর সচরাচর প্রতীকী থেকে যায় এবং নারীর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়। যদিও বাংলাদেশে যৌতুকবিরোধী আইন বিদ্যমান; পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, সামাজিক চাপ ও আর্থিক বৈষম্য এর কার্যকারিতা সীমিত করছে। গবেষণাটি নির্দেশ করে যে যৌতুক হ্রাসে কঠোর আইন প্রয়োগের পাশাপাশি শিক্ষার প্রসার, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন অপরিহার্য।

মূল শব্দ: যৌতুক প্রথা, বৈবাহিক অনুষ্ঠানের ব্যয়, পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি, সামাজিক চাপ

ভূমিকা

বাংলাদেশে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বন্ধন। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বিবাহ প্রথার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যৌতুক এবং অতিরিক্ত বিবাহ ব্যয়ের সংস্কৃতি। যৌতুক বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে একটি বহুল আলোচিত ও গভীরভাবে প্রোথিত প্রথা । যা বর্তমানে একটি বড় সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এটি যুগের পর যুগ ধরে নারীর পরিবারকে আর্থিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলছে (Huda, 2006; Amin, 2020) । যৌতুক এখন আর শুধু আর্থিক বা উপহার বিনিময়ের বিষয় নয়; বরং এটি সামাজিক মর্যাদা, প্রতিযোগিতা এবং পারিবারিক সম্মানের প্রতীক হিসেবে দেখা হয় (Islam, 2018)। শিক্ষার প্রসার, নারীর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, এবং বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ সত্ত্বেও যৌতুক আজও বিবাহের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে রয়ে গেছে (Naved & Persson, 2010)। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, গ্রামীণ ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো সামাজিক প্রতিযোগিতা এবং সম্মান রক্ষার জন্য সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে যৌতুক প্রদান ও বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে (Begum, 2019) ।বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় এই প্রথা বহুল প্রচলিত, এবং এর প্রভাব পরিবার ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই বহুমাত্রিকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

বিয়ের সময় যৌতুক প্রদানের ধরণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। অনেক পরিবার সামাজিক মর্যাদা রক্ষার্থে স্বেচ্ছায় যৌতুক প্রদান করে, আবার অনেক ক্ষেত্রে পাত্রপক্ষের চাপ বা প্রত্যাশা এর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কখনো কখনো "উপহার" নামক সামাজিক প্রথার আড়ালে যৌতুক আদান-প্রদান করা হয়, যা মূলত একই রূপের পুনরাবৃত্তি (Schuler et al., 2018)। যৌতুক প্রদানের পাশাপাশি বিয়ের আয়োজনের বিপুল ব্যয়ভার কণের পিতাকে প্রায়ই ঋণগ্রস্ত করে তোলে। বিশেষ করে বৃহত্তর রাজশাহী জেলা, যেখানে মানুষের প্রধান আয়ের উৎস কৃষি ও ক্ষুদ্র ব্যবসা, সেখানে এ সমস্যা বেশি প্রকট। কৃষিজ আয়ের মৌসুমি চরিত্র এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতার কারণে পরিবারগুলো প্রায়ই ঋণের আশ্রয় নেয়, যা দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র্যের চক্রকে আরও গভীর করে (Ali & Hossain, 2020)। গবেষণায় দেখা গেছে, এই ঋণ শোধ করতে বহু বছর সময় লেগে যায়, যা সংশ্লিষ্ট পরিবারকে দীর্ঘমেয়াদে আর্থিক সংকটে ফেলে দেয় (Kabeer, 2015)। ফলে যৌতুক শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক আর্থিক চাপ নয়, বরং একটি দীর্ঘস্থায়ী দায়ে পরিণত হয়।

যৌতুক নারীর শিক্ষা ও কর্মজীবনের ওপরও সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলে। অনেক নারী বিয়ের পর আর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি শ্বশুরবাড়ির অনুমতির অভাবে অথবা সংসার ও সন্তান লালন-পালনের দায়িত্বের কারণে। অনেকেই শ্বশুরবাড়িতে অনুমতি পেলেও অতিরিক্ত সাংসারিক কাজের চাপে সময় পাননি পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার। অন্যদিকে কিছু ক্ষেত্রে স্বামী সহযোগিতা করলেও যৌতুককেন্দ্রিক সম্পর্ক দাম্পত্য জীবনে ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট করে, যা নারীর আত্মনির্ভরশীলতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে (Rozario, 2001)। পাশাপাশি মোহরানা নারীর বৈবাহিক জীবনের আর্থিক নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও, গবেষণায় দেখা যায় বিয়ের দেনা-পাওনা ও আয়োজনে ব্যয়িত টাকার অংক অনেক সময় মোহরানার সাথে একটি তুলনামূলক সম্পর্ক বহন করে।

বাংলাদেশে যৌতুকবিরোধী আইন থাকলেও সামাজিক মনোভাব ও প্রথাগত ধারণা এর কার্যকারিতা সীমিত করছে (Rahman & Akter, 2017; BBS, 2022; Ahmed & Hossain, 2018)। সামাজিক চাপ, পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি এবং আর্থিক বৈষম্য যৌতুককে গ্রামীণ ও নগর উভয় প্রেক্ষাপটেই টিকিয়ে রেখেছে (Jahan, 2019; UNFPA, 2022)।

বাংলাদেশে যৌতুকের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য এবং এর ফলে নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে কিছু গবেষণা (Naved & Persson, 2010; Khan, 2017) থাকলেও, যৌতুক ও বিবাহ ব্যয়ের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ঋণগ্রস্ততা বিষয়ে বিশেষ করে আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে (যেমন বৃহত্তর রাজশাহী জেলা) গবেষণা তুলনামূলকভাবে কম। অধিকাংশ গবেষণা জাতীয় পর্যায়ে বা নারী-নির্যাতনকেন্দ্রিক হলেও, আর্থিক প্রভাব ও ঋণগ্রস্ততার বিষয়ে আলোকপাত কম হয়েছে। তাই এ গবেষণার মাধ্যমে একটি বিদ্যমান শূন্যতা পূরণ করা সম্ভব।

গবেষণার উদ্দেশ্য

- যৌতুক প্রথার বিস্তার নিরূপণ করা
- বিবাহের ধরনভেদে যৌতুকের প্রবণতা বিশ্লেষণ করা
- যৌতুকজনিত আর্থিক চাপ পরিমাপ করা

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি একটি পরিমাণগত (Quantitative) ও বর্ণনামূলক গবেষণা, যেখানে যৌতুক প্রথার বিস্তার, ধরণভেদ এবং আর্থসামাজিক প্রভাব নিরূপণের জন্য সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণার জন্য গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে বৃহত্তর রাজশাহী জেলা, যার অন্তর্ভুক্ত রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ। জনসংখ্যা হিসেবে নেওয়া হয়েছে বিবাহিত নারী, যাদের বিয়ে এই অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য সুবিধসজনক প্রশ্ন পত্রের মাধ্যমে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যেখানে ব্যক্তিগত তথ্য (ঐচ্ছিক), যেমন বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি ও মূল প্রশ্নাবলী (যৌতুকের ধরন, বিয়ের ধরণ, দেনমোহর, আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত) প্রশ্নগুলোতে বদ্ধ প্রশ্ন (Close-ended), এবং কিছু ক্ষেত্রে উন্মুক্ত প্রশ্ন (Open-ended) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোট ১৯৫ জন বিবাহিত নারী এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছেন, যারা বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার বিচারে বৈচিত্র্যময়।

সংগৃহীত তথ্য বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান (Descriptive Statistics) পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শতকরা হার, গড় মান (Mean), এবং সময়কাল নিরূপণের মাধ্যমে ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি, বিয়ের ধরন (লাভ ম্যারেজ ও এরেঞ্জ ম্যারেজ) অনুযায়ী যৌতুকের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ফলাফল

সারণি ১

নমুনার বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান

ধরন	মান / শতাংশ	অন্যান্য
গড় বয়স	৩৪.৬ বছর	ন্যূনতম ১৪ সর্বোচ্চ ৮০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	মাধ্যমিক বা তার নিচে: ৪৫% স্নাতক/স্নাতকোত্তর: ২০%	-
পেশা	গৃহিণী: ৮৫% শিক্ষিকা: ৭.৭% শিক্ষার্থী: ৪.৬% অন্যান্য: ২.৬%	-
গড় বিয়ের বয়স	১৮.৬ বছর	ন্যূনতম ১০ সর্বোচ্চ ৩৬
বিয়ের ধরন	এরেঞ্জ ম্যারেজ: ৯০.৩% লাভ ম্যারেজ: ৯.৭%	-

তথ্য থেকে দেখা যায় যে উত্তরদাতাদের গড় বয়স ৩৪.৬ বছর, তবে বিয়ের গড় বয়স ছিল মাত্র ১৮.৬ বছর, যা অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার প্রবণতা নির্দেশ করে। অধিকাংশ উত্তরদাতা মাধ্যমিক বা তার নিচের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন এবং বেশিরভাগই গৃহিণী। বিয়ের ধরনে এরেঞ্জ ম্যারেজের হার (৯০% এর বেশি) অত্যন্ত উচ্চ।

সারণি ২

যৌতুকের বিস্তার ও প্রকৃতি

বিবরণ	সংখ্যা	শতাংশ
যৌতুক প্রদানের ঘটনা	১৮৬	৯৫.৪%
যৌতুক প্রদান হয়নি	৯	৪.৬%
যৌতুক প্রদানের কারণ	পাত্রপক্ষের দাবি: ৯৩ স্বেচ্ছায় ও সামাজিক চাপ: ৬৮	সামাজিক চাপ >৫০%
যৌতুকের ধরন	ফার্নিচার: ৭০% গয়না: ৬৫% নগদ টাকা: ৪০% মোটরসাইকেল/সাইকেল: ১৫% চাকরি: ৫%	-

ফলাফলে দেখা যায় যে অধিকাংশ বিয়েতে (৯৫% এর বেশি) যৌতুক প্রদান করা হয়েছে। যৌতুক প্রদানের প্রধান কারণ ছিল পাত্রপক্ষের দাবি ও সামাজিক চাপ। যৌতুকের ধরনে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় ফার্নিচার ও গয়না, এরপর নগদ টাকা। মোটরসাইকেল ও চাকরিও কিছু ক্ষেত্রে যৌতুক হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

সারণি ৩

বিয়ের ধরণভেদে যৌতুকের হার

বিয়ের ধরণ	যৌতুকের হার
এরেঞ্জ ম্যারেজ	৯৭%
লাভ ম্যারেজ	৭৩%

এরেঞ্জ ম্যারেজে যৌতুক প্রদানের হার (৯৭%) লাভ ম্যারেজের তুলনায় (৭৩%) অনেক বেশি। এটি নির্দেশ করে যে পরিবারভিত্তিক বিয়েতে যৌতুকের চাপ তুলনামূলকভাবে প্রবল।

সারণি ৪

আর্থিক চাপ ও ঋণগ্রস্ততা

বিষয়	সংখ্যা/শতাংশ	মন্তব্য
ঋণ নেওয়া পরিবার	৭৯	৪০.৫%
ঋণ পরিশোধের গড় সময়	২.১ বছর	৩–১০ বছর
পিতার গড় বাৎসরিক আয়	১,৫৮,০০০ টাকা	৩০,০০০–৫,৮০,০০০ টাকা
পিতার পেশা	কৃষক: ৩০% দিনমজুর: ১৫% ব্যবসায়ী: ১৫% অন্যান্য: অবশিষ্ট	

যৌতুকের কারণে প্রায় ৪০% পরিবার ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছে, যেখানে ঋণ শোধ করতে গড়ে দুই বছর সময় লেগেছে, তবে কিছু ক্ষেত্রে তা ১০ বছর পর্যন্ত গড়িয়েছে। পিতার গড় আয় তুলনামূলকভাবে সীমিত এবং অধিকাংশ পরিবার কৃষি ও দিনমজুর পেশার ওপর নির্ভরশীল। ফলে যৌতুক পরিবারকে আর্থিক সংকটে ফেলে দেয়।

সারণি ৫

দেনমোহরের পরিমাণ

বিষয়	মান	মন্তব্য
গড় দেনমোহর	১,০৫,০০০ টাকা	সচরাচর পরিশোধ হয়নি, প্রতীকী

গড় দেনমোহরের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে উল্লেখযোগ্য (প্রায় ১ লক্ষ টাকা), তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি কেবল প্রতীকী থেকে যায় এবং সচরাচর পরিশোধ করা হয় না।

সারণি ৬

বিয়ের আয়োজন

আয়োজনের ধরন	সংখ্যা/শতাংশ
জাঁকজমকপূর্ণ	৫২%
মধ্যম মানের	৩৫%
ঘরোয়া	১৩%

বিয়ের অনুষ্ঠানে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের হার সর্বাধিক (৫২%), যা সামাজিক মর্যাদা প্রদর্শনের প্রবণতা নির্দেশ করে। তুলনামূলকভাবে কমসংখ্যক পরিবার ঘরোয়া আয়োজন করেছে।

সারণি ৭

নারীর শিক্ষা ও ক্যারিয়ারে প্রভাব

প্রভাব	সংখ্যা/শতাংশ
পড়াশোনা/চাকরি বন্ধ হওয়া	৫০%+
স্বামীর সহায়তা	২০%

যৌতুক ও বিয়ের কারণে প্রায় অর্ধেক নারীর পড়াশোনা বা চাকরি বন্ধ হয়ে গেছে। তবে স্বামীর সহায়তায় শিক্ষা বা ক্যারিয়ার চালিয়ে যেতে পেরেছে মাত্র এক-পঞ্চমাংশ নারী।

সারণি ৮

যৌতুকের বিকল্প সম্পর্কে ধারণা

বিষয়	সংখ্যা/শতাংশ
যৌতুক ছাড়া স্থায়ী ও সম্মানজনক বিয়ে সম্ভব নয়	৭৫%+

প্রশ্নকৃত অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করেন যে যৌতুক ছাড়া স্থায়ী ও সম্মানজনক বিয়ে সম্ভব নয়। এটি যৌতুক প্রথার প্রতি সমাজে গভীরভাবে গড়ে ওঠা মানসিকতা ও সাংস্কৃতিক শিকড়কে নির্দেশ করে।

আলোচনা

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় যৌতুক প্রদানের হার অত্যন্ত উচ্চ (৯৫% এর বেশি), যা প্রমাণ করে যৌতুক কেবল ব্যতিক্রম নয় বরং বিবাহ প্রক্রিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের অন্যান্য গবেষণার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে যৌতুককে সামাজিক মর্যাদা ও "মেয়েকে সুখে রাখা"র প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয় (Islam, 2018; Begum, 2019)। ফলে, যৌতুক এখানে সামাজিকভাবে স্বাভাবিকীকৃত (normalized) একটি প্রথা হিসেবে প্রতিফলিত হচ্ছে। বিয়ের ধরন অনুসারে বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এরেঞ্জ ম্যারেজে যৌতুক প্রদানের হার ৯৭%, অথচ লাভ ম্যারেজেও যৌতুক প্রদানের হার ৭৩%। এটি প্রমাণ করে যে যৌতুক কেবলমাত্র বিয়ের ধরন বা সম্পর্কের ধরণভেদে সীমিত নয়, বরং সামাজিক কাঠামো, প্রত্যাশা ও অর্থনৈতিক প্রভাবের ফলাফল (Schuler et al., 2018)।

আর্থিক চাপ ও ঋণগ্রস্ততা এ গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান। প্রায় ৪০% পরিবার যৌতুক বা বিবাহ ব্যয় মেটাতে ঋণের আশ্রয় নিয়েছে, যার গড় পরিশোধকাল ছিল ২.১ বছর। তবে অনেক পরিবারকে ১০ বছর পর্যন্ত ঋণ শোধ করতে হয়েছে। কৃষক ও দিনমজুর পরিবারের মধ্যে ঋণগ্রস্ততার হার বেশি, যা কৃষিনির্ভর অর্থনীতির মৌসুমি বৈশিষ্ট্য এবং আয় অস্থিরতাকে প্রতিফলিত করে (Ali & Hossain, 2020; Kabeer, 2015)। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, যৌতুক শুধু তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক বোঝা নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সংকট ও দারিদ্র্যের চক্রকে গভীর করে।

নারীর শিক্ষা ও কর্মজীবনেও যৌতুকের প্রভাব স্পষ্ট। গবেষণায় দেখা যায়, অর্ধেকের বেশি নারী যৌতুক ও বিবাহ পরবর্তী সামাজিক চাপের কারণে শিক্ষা বা চাকরি চালিয়ে যেতে পারেননি। মাত্র ২০% নারী স্বামীর সহায়তা পেয়েছেন। এর ফলে যৌতুক প্রথা নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে (Rozario, 2001; Naved & Persson, 2010)। এর সাথে দেনমোহর প্রতীকী ভূমিকা পালন করায় নারীর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে না, যা লিঙ্গ বৈষম্য আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

আইন ও বাস্তবতার ফারাকও এখানে স্পষ্ট। যদিও বাংলাদেশে যৌতুকবিরোধী আইন বিদ্যমান, তবে সামাজিক চাপ, পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি এবং "উপহার" নামে যৌতুক বৈধকরণের প্রবণতা আইন প্রয়োগকে সীমিত করছে (Jahan, 2019; Rahman & Akter, 2017)। UNFPA (2022) এর রিপোর্টেও বলা হয়েছে, আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা, শিক্ষা এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ছাড়া যৌতুক প্রথা হ্রাস করা সম্ভব নয়।যৌতুক ও বিবাহ ব্যয় বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক দুরবস্থা, নারীর ক্ষমতায়ন হ্রাস এবং সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখছে।

উপসংহার

গবেষণার ফলাফল স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় যৌতুক প্রথা ও অতিরিক্ত বিবাহ ব্যয় সামাজিকভাবে স্বাভাবিকীকৃত হয়ে উঠেছে। ৯৫% বিয়েতে যৌতুক প্রদানের ঘটনা প্রমাণ করে যে এটি কেবল ব্যতিক্রম নয়, বরং বিবাহের প্রত্যাশিত অংশে পরিণত হয়েছে। এর ফলে কণার পরিবার ঋণগ্রস্ত হচ্ছে এবং নারীর শিক্ষা ও ক্যারিয়ার সীমিত হচ্ছে। কণের পরিবারগুলো সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে ব্যয় করছে, যার ফলে প্রায় অর্ধেক পরিবার ঋণগ্রস্ত হচ্ছে। গড়ে ২–৩ বছরে ঋণ শোধ করা গেলেও অনেক পরিবারকে এক দশক পর্যন্ত ঋণের বোঝা বইতে হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও দারিদ্র্যের চক্রকে গভীর করছে।

স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির সীমিত সহায়তা এবং সামাজিক চাপ নারীর ক্ষমতায়ন ব্যাহত করছে। লাভ ম্যারেজেও যৌতুকের উচ্চ হার দেখায় যে এটি শুধুমাত্র বিয়ের ধরনভিত্তিক নয়, বরং গভীর সামাজিক কাঠামোর অংশ। এর প্রভাবে গবেষণায় আরও প্রতিফলিত হয়েছে যে যৌতুক ও বিবাহ ব্যয়ের চাপ নারীর শিক্ষা, কর্মজীবন এবং ক্ষমতায়নের পথে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। অর্ধেকেরও বেশি নারী যৌতুক-পরবর্তী সামাজিক ও পারিবারিক চাপে তাদের পড়াশোনা বা চাকরি চালিয়ে যেতে পারেননি। ফলে যৌতুক কেবল অর্থনৈতিক সংকটই সৃষ্টি করছে না, বরং লিঙ্গ বৈষম্যকেও পুনঃউৎপাদন করছে।

যদিও বাংলাদেশে যৌতুকবিরোধী আইন বিদ্যমান, কিন্তু সামাজিক চাপ, পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি এবং উপহার নামক সামাজিক আবরণ আইনের কার্যকারিতাকে সীমিত করে রেখেছে। একইভাবে দেনমোহর প্রতীকী থেকে গেছে, যা নারীর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ।

সুতরাং, এই গবেষণার আলোকে বলা যায় যে বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় যৌতুক ও বিবাহ ব্যয়ে ঋণগ্রস্ততা একটি বহুমাত্রিক সমস্যা—যা অর্থনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক বৈষম্য এবং নারীর ক্ষমতায়ন ব্যাহত হওয়ার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এ সমস্যা সমাধানে শুধু আইন প্রণয়ন যথেষ্ট নয়; বরং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার, নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর নীতি বাস্তবায়ন অপরিহার্য। গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে যৌতুক হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে আইন

প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা, শিক্ষার প্রসার এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন অপরিহার্য।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

১. ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা: এই গবেষণা শুধুমাত্র বৃহত্তর রাজশাহী জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকায় এর ফলাফল অন্য অঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

২. সময়সীমার সীমাবদ্ধতা: সীমিত সময়ের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক যথাযথভাবে বিবেচনা করা সম্ভব হয়নি।

৩. উত্তরদাতাদের সীমাবদ্ধতা: অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত ধারণা ও স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভরশীলতার কারণে তথ্যের নির্ভুলতা প্রভাবিত হতে পারে।

৪. সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক প্রভাব: যৌতুক গ্রহণ বা ঋণগ্রস্ততার বিষয়ে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কারণে কিছু উত্তরদাতা তথ্য প্রকাশে অনীহা দেখাতে পারেন।

৫. অংশগ্রহণকারীর নমুনার সীমাবদ্ধতা: গবেষণার জন্য নির্বাচিত নমুনা সমগ্র জনসংখ্যার পূর্ণ চিত্র প্রতিফলিত নাও করতে পারে।

তথ্যসূত্র:

Ahmed, S., & Hossain, M. (2018). Socioeconomic roots of dowry in Bangladesh. *Bangladesh Journal of Social Science, 22*(3), 55–70.

Ali, R., & Hossain, S. (2020). Marriage expenditure and its economic impact: A sociological analysis in Bangladesh. *Journal of Sociology*, University of Dhaka.

Ali, S., & Rahman, T. (2021). Socio-economic determinants of dowry practices in Bangladesh. *Journal of Social Studies, 15*(2), 45–60.

Amin, S. (2020). Dowry, gender norms, and social expectations in South Asia. *Asian Journal of Gender Studies, 12*(1), 23–38.

Bangladesh Bureau of Statistics. (2023). *Household income and expenditure survey 2022*. Dhaka: BBS.

Begum, R. (2019). Dowry practices and their impact on rural economy in Bangladesh. *Asian Social Science Journal, 15*(4), 45–56.

Huda, S. (2006). Dowry-related violence in Bangladesh: Issues and responses. *South Asian Journal of Human Rights, 8*(2), 35–49.

Islam, M. (2018). *Dowry system and violence against women in Bangladesh*. Dhaka: Bangla Academy.

Jahan, N. (2019). Socio-legal challenges to dowry prevention in Bangladesh. *Bangladesh Law Review, 20*(1), 15–33.

Kabeer, N. (2015). *Gender equality and economic empowerment: Pathways of change*. London: Routledge.

Naved, R. T., & Persson, L. Å. (2010). Dowry and spousal physical violence against women in Bangladesh. *Journal of Family Issues, 31*(6), 830–856. https://doi.org/10.1177/0192513X09357554

Rahman, M., & Akter, F. (2017). Legal responses to dowry-related violence in Bangladesh. *Bangladesh Journal of Law, 18*(2), 60–75.

Schuler, S. R., Bates, L. M., Islam, F., & Islam, K. (2018). *Revisiting dowry and women's empowerment in rural Bangladesh. World Development, 110*, 102–112.

UNFPA. (2022). *Dowry, gender inequality, and violence against women: Situational analysis in Bangladesh*. United Nations Population Fund.

World Bank. (2022). *Poverty and gender in South Asia: Trends and policy implications*. Washington, DC: World Bank.